



26850 - মাস শুরু হওয়ার একদিন বা দুইদিন আগে থেকে রমযানরে রোযা রাখার নষিধোজ্ঞা

প্রশ্ন

আমি শুনছি যে, রমযানরে আগে রোযা রাখা জায়যে নয়; এ কথা কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখা নষিধে মরম্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। তবে দুই অবস্থা ব্যতীত:

এক. যে ব্যক্তরি রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস আছে। যমেন— যে ব্যক্তরি অভ্যাস হচ্ছে প্রতিসোমবার ও প্রতি বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা; সে ব্যক্তি এ দুইদিন রোযা রাখতে পারবনে; এমনকি সটো যদি শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশে পড়ে তবুও।

দুই. যদি কটে শাবান মাসরে প্রথম অংশে সাথে দ্বিতীয় অংশেও লাগাতরভাবে রোযা রাখে। সটো এভাবে যে, শাবান মাসরে প্রথমার্ধে রোযা শুরু করে রমযান শুরু হওয়া পর্যন্ত রোযা অব্যাহত রাখা। এটি জায়যে। আরও জানতে দেখুন [13726](#) নং প্রশ্নোত্তর।

এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা রমযানরে একদিন কিংবা দু’দিন আগে থেকে রোযা রাখা শুরু করবে না। তবে কারণে যদি রোযা রাখার বশিষে কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনে রোযা রাখুক।”[সহিহ বুখারী (১৯১৪) ও সহিহ মুসলিম (১০৮২)]
- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন শাবান মাসরে অর্ধকে পার হয়ে যায় তখন তোমরা আর রোযা রখে না।”[সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তরিমযিহি (৭৩৮) ও ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী ‘সহিহিত তরিমযিহি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

ইমাম নববী বলেন:



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা রমযানরে একদনি কথিবা দু’দনি আগতে থেকে রোযা রাখা শুরু করবো না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনে রোযা রাখুক।” –র মধ্যতে রমযানরে একদনি বা দু’দনি আগতে থেকে রোযা শুরু করার ব্যাপারে স্পষ্ট নষিধোজ্জ্গা রয়েছে। তবে, ঐ ব্যক্তির জন্য নয়— যার বিশেষ অভ্যাসগত রোযা এ দিনে মধ্যতে পড়বে কথিবা এর আগতে থেকে সে লাগাতরভাবে রোযা রেখে আসবে। যদি কটে এর আগতে থেকে রোযা রেখে না আসে কথিবা তার বিশেষ অভ্যাসগত রোযাও না হয় তাহলে এ সময়ে রোযা রাখা হারাম।[সমাপ্ত]

- আম্মার বনি ইয়াসরি (রাঃ) বলেন: “যে ব্যক্তি এমন দিনে রোযা রাখল যে দিনটি নিয়ে মানুষ সন্দহেতে রয়েছে সে আবুল কাসমেরে (নবীর) অবাধ্য হল।”[সুনানে তরিমযি (৬৮৬), সুনানে নাসাঈ (২১৮৮)] আরও জানতে দেখুন: 13711 নং প্রশ্নোত্তর।

হাফযে ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থতে বলেন:

এ উক্তটি দিয়ে সন্দহেতে দিনে রোযা রাখা হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল দেওয়া হয়। কেননা এমন কথা সাহাবী নজি অভিমিত থেকে বলতে পারেন না।[সমাপ্ত]

সন্দহেতে দিনে হল— শাবান মাসরে ৩০ তারিখ; যাইদিন আকাশে মঘে থাকার কারণে চাঁদ দেখা যায়নি। এ দিনটিকে সন্দহেতে দিনে বলার কারণ হল, এ দিনটি কিশাবান মাসরে ৩০ তারিখ; নাকি রমযান মাসরে ১ তারিখ সটো নিয়ে সন্দহে হওয়া।

তাই সেই দিনে রোযা রাখা হারাম। তবে, কারো অভ্যাসগত রোযা এ দিনে পড়ে গেলে তার জন্যে হারাম নয়।

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থতে (৬/৪০০) সন্দহেতে দিনে রোযা রাখার হুকুম সম্পর্কে বলেন:

আর যদি কটে এই দিনে নফল রোযা রাখতে; যদি এ নফল রোযার বিশেষ কোন কারণ থাকে; যমেন—কারো অভ্যাস হল সারা বছর রোযা রাখা কথিবা কারো অভ্যাস হল একদনি রোযা রাখা, একদনি রোযা না-রাখা কথিবা কারো অভ্যাস হল সোমবারের মত নরিদ্ষিট কোন দিনে রোযা রাখা; আর সন্দহেতে দিনে তার রোযার দিনটি পড়ে তাহলে তার জন্যে রোযা রাখা জায়যে হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের মাহাবরে আলমেগণরে মধ্যতে কোন মতভদে নই...। এর সপক্ষে দলিল হল আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস: “তোমরা রমযানরে একদনি কথিবা দু’দনি আগতে থেকে রোযা রাখা শুরু করবো না। তবে কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস থাকে তাহলে সে সদিনে রোযা রাখুক।” আর যদি তার রোযা রাখার বিশেষ কোন কারণ না থাকে তাহলে সেই দিনে রোযা রাখা হারাম।[পরমিরজতি ও সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন “তোমরা রমযানরে একদনি কথিবা দু’দনি আগতে থেকে রোযা রাখা শুরু করবো না।” হাদিসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আলমেগণ এ নষিধোজ্জ্গার ব্যাপারে মতভদে করছেন যে, এটি কি হারামসূচক নষিধোজ্জ্গা; নাকি মাকরুহসূচক নষিধোজ্জ্গা? সঠিক অভিমিত হচ্ছে—এটি হারামসূচক নষিধোজ্জ্গা। বিশেষ করে সন্দহেতে দিনে ব্যাপারে।[সমাপ্ত][শারহু



রয়াদুস সালহীন (৩/৩৯৪)]

পূর্ববরে আলচনাৰ ভিত্তিতে শাবান মাসৰে দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা দুই প্রকার:

১। শাবান মাসৰে ১৬ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত সময়ৰে মধ্যে রোযা রাখা। এটি মাকরুহ; তবে যে ব্যক্তিৰ বিশেষে কোন অভ্যাস আছে সে ব্যক্তি ব্যতীত।

২। সন্দেহেৰে দিনে রোযা রাখা কথিবা রমযানৰে একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখা। এটি হারাম; তবে যে ব্যক্তিৰ বিশেষে কোন অভ্যাস আছে সে ব্যক্তি ব্যতীত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।